SREE SREE KHARGESWAR JEW MANDIR

Radhaballavchak, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721634

Gmail- sreesreekhargeswarjewmandir@gmail.com

Mobile No- 7047975458/

Ref.No- Khar/Press Conf/11 **Date-**

শ্রীশ্রী খড়েগশ্বর জীউ মন্দির

আজ থেকে প্রায় ৩৫০ বছর আগের কথা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার রাধাবল্লভচক গ্রাম তখন মুঘলদের দখলে। কংসাবতী বা কাসাই নদীর পূর্বপাড়ে এই গ্রামের বেশিরভাগ অংশই খড়ি বনে ঢাকা। গ্রামের এক প্রান্তে ভক্তা পরিবারের বাস। ভক্তা বাড়ির গরু চরানোর জন্য কাজে নিযুক্ত রাখাল বালক একদিন লক্ষ্য করেন সব গরু দুধ দিলেও একটি গরু দুধেল হওয়া সত্বেও তার বাঁট থেকে দুধ পড়ছে না। এরপর রাখাল বালক কয়েকদিন ওই গরুটিকে বিশেষ নজরে রাখেন। একদিন দেখা যায় গরুটি খড়িবনের নির্দিষ্ট একটি জায়গায় এসে দাঁড়ানোর পর তার বাঁট থেকে দুধ পড়ে যাচ্ছে। রাখাল বালক বুঝতে পারেন এর মধ্যে অলৌকিক কোনো ঘটনা রয়েছে। তিনি মালিককে বিষয়টি জানালে সেখানে খোঁড়াখড়ি শুরু হয়। আর তখনই কোদালের আঘাতে ঘা পড়ে মাটির নিচে থাকা স্বয়ম্ভু শিব লিঙ্গে। এরপর সেখানেই তালপাতার ছাওনি করে মুঘল আমলে শুরু হয় শিবের পুজো। খড়িবনের ভেতর থেকে শিব স্বয়ং উঠে আসায় পরবর্তীকালে স্বয়ম্ভ শিবলিঙ্গ বা খড়েগশ্বর জীউ
শিব নামে এর পুজো শুরু করেন গ্রামবাসীরা।

শ্রীশ্রী খড়েগশ্বর জীউ মন্দির কমিটির বর্তমান প্রধান পরিচালক সুভাষ বক্সী বলেন, ১৮৮৯ সালে তালপাতার ছাউনির বদলে পাকা মন্দির নির্মাণ করে দেন ওই গ্রামেরই বাসিন্দা সুবল চন্দ্র পড়িয়া। মন্দিরের পূজারী শুভ্রাংশু চক্রবর্তী জানান, শিবলিঙ্গটি উদ্ধারের সময় তার মাথায় যে কোদালের কোপ পড়েছিল তা আজও বিদ্যমান। তবে শিবলিঙ্গের বিশেষত্ব হল বাইরে থেকে জল এনে ভগবান শিবকে স্নান করাতে হয় না। **খড়েগশ্বর জীউ** নিজেই মাটির নিচে থেকে জল ট্রেনে প্রতিদিন স্নান করেন। যদিও বিজ্ঞানীরা মনে করেন প্রায় ১০০ মিটার দূরে কাঁসাই নদীর কোন প্রস্রবণের ধারা জলে ভরিয়ে দেয় **খড়েগশ্বর জীউ** শিবলিঙ্গকে। যদিও গ্রামবাসীরা নদীর আশপাশ খোঁড়াখুঁড়ির পরেও কোন প্রস্রবণের ধারা খুঁজে পাননি।

গ্রাম সেক্রেটারি তাপস কুমার বকশি বলেন, সোমবার বাবার জন্মদিনে প্রচুর ভক্ত সমাগম ঘটে। এছাড়া মকর সংক্রান্তি শিবরাত্রি ও গাজন সংক্রান্তি তে হাজার হাজার ভক্ত সমাগম হয়। ভক্তরা বাবার কাছে মানত করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। তাই দূর-দূরান্ত থেকেও বহু মানুষ বাবার দ্বারে আসেন। সারা বছর ভক্তদের মাধ্যমেই বাবার মাহাত্ম্য মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-বিদেশে।